বন্যা কবলিত ও বন্যা পরবর্তী এলাকায় খামারী/কৃষক ভাইদের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর জন্য করনীয়:

- গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগিকে যথাসম্ভব উঁচু ও শুকনা জায়গায় এবং সম্ভব হলে মাঁচা বা বেড়া দিয়ে নিরাপদ জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ত্রিপল ব্যবহার করে অস্থায়ী তাবু বা শেড নির্মাণ করে রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য জরুরী পশুখাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিজেদের আহারের উচ্ছিষ্ট খাদ্য নষ্ট না করে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিকে দিতে হবে।
- অসুস্থ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিকে জরুরী চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে হবে এবং স্থানীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর বা ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে।
- জরুরী খাদ্য হিসাবে বাঁশের পাতা, কলার পাতা, শেওড়া পাতা, কচুরীপানা বা স্থানীয় অন্যান্য পশুখাদ্য যেমনঃ- গমের ভুষি, ডালের ভুষি, ভাতের মাড়, চাল ধোয়া পানি পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।
- বন্যাকালীন সময়ে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির সাময়িক বাসস্থান নিয়মিত পরিস্কার ও জীবানুমুক্ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- বন্যাকালীন গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির মৃত্যু ঘটলে তাৎক্ষনিক প্রাণিসম্পদ বিভাগ/ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিকে সংবাদ জানাতে হবে।
- মৃত গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি সমূহকে মাটির নীচে পুতে ফেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- যে সমস্ত এলাকায় বন্যার পানি এখনও প্রবেশ করে নাই সে সমস্ত এলাকায় আগাম সতর্কতা হিসেবে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির টিকা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
- খড় সমূহ যাতে নষ্ট না হয় সে জন্য উঁচু স্থানে বা গাছের ডালে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- কাঁচা ঘাস, সাইলেজ, হে, শুকনা খড় আপদকালীন সময়ে ব্যবহারের জন্য মজুদ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়া খড় বা কাঁচা ঘাস পরিস্কার পানিতে ধুয়ে খাওয়াতে হবে। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর গজানো নরম কচি ঘাস গবাদিপশুকে খাওয়ানো যাবেনা। এ ঘাস খাওয়ালে গবাদিপশু নাইট্রেট বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে দ্রুত মৃত্যু ঘটবে।
- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে প্রাণিসম্পদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিকে কৃমিমুক্ত করত প্রতিষেধক টিকা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

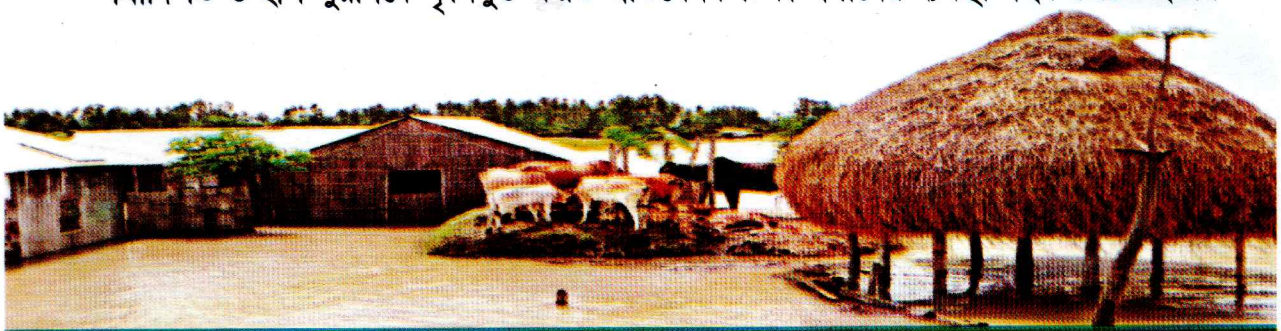

প্রচারে : জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, গাইবান্ধা।